তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বরিশাল শহরের ৪টি সরকারি কলেজ

শিক্ষক সংকট প্রকট : ক্লাস হয় না নিয়মিত : পরীক্ষা এলেই 'পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন'

পুলক চ্যাটার্জী, *বরিশাল ব্যুরো*

বরিশাল বিভাগীয় সদরে ৪টি সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট প্রকট। বছরের পর বছর ধরে শিক্ষকশূন্যতা নিয়েই প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত বিএম কলেজ, সরকারি বরিশাল কলেজ, হাতেম আলী কলেজ এবং একমাত্র সরকারি মহিলা কলেজে পাঠদান কার্যক্রম চলছে। এই চারটি সরকারি কলেজে বৃহত্তর বরিশালের অর্ধলাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। স্নাতক, অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীতে ১৬ থেকে ১৯টি বিষয় রয়েছে প্রত্যেকটি কলেজে। প্রতি বছরই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু শিক্ষক সংকট দূর হচ্ছে না। বরং সবকটি কলেজেই শিক্ষক কমছে। তদবিরের জোরে শিক্ষকরা বদলি হয়ে যান। শূন্যপদ আর পূরণ হয় না। ১১৯ বছরের পুরনো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বিএম কলেজে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ নেই। এ কলেজে প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। বিএম কলেজে ১৭টি বিষয়ে

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৩

শিক্ষক : সংকট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনার্স ও ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স রয়েছে
ছাত্রছাত্রীর আধিক্যের কারণে '৯৭ সাল
থেকে বিএম কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী
বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ কলেজে এখন
প্রফেসর পদের কোন শিক্ষক নেই। কোন
বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নেই। ১৮টি
সহযোগী অধ্যাপক, ১৪টি সহকারী
অধ্যাপক, ৭টি প্রভাষক ও ৩টি সহকারী
প্রভাষকের পদ বছরের পর বছর শূন্য পড়ে
আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্যাটার্ন অনুযায়ী
যে বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স আছে সে
বিভাগে ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু
বিএম কলেজে প্রতিটি বিভাগের চিত্রই
করুণ। বাংলা বিভাগে ৫ জন, ইংরেজিতে
১ জন, ইতিহাসে ৩ জন, ইসলামের
ইতিহাসে ৩ জন, অর্থনীতিতে ৫ জন
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৩ জন, মৃত্তিকা বিজ্ঞানে ৫
জন, রসায়নে ৩ জন, ব্যবস্থাপনায় ৫ জন
সমাজ বিজ্ঞানে ৩ জন, উদ্ভিদবিদ্যায় ৩
জন, গণিতে ২ জন, প্রাণিবিদ্যায় ৪ জন
হিসাববিজ্ঞানে ১ জন শিক্ষকের পদ শূন্য
সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দর্শন ও সংস্কৃত
বিভাগের। দর্শন বিভাগে ৯ জন শিক্ষকের
বিপরীতে আছেন মাত্র ৩ জন শিক্ষক-
একজন সহযোগী অধ্যাপক ও ২জন
প্রভাষক। দর্শন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স
শ্রেণীতে ৩ জন শিক্ষক দিয়ে বিভাগ
চালানো অসম্ভব। অথচ চলছে ৩ জন
দিয়েই। সংস্কৃতি বিষয়ে এখন শিক্ষক মাত্র
একজন। বিএম কলেজে অধ্যাপকের পদ
সৃষ্টি হয়নি পদার্থ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান
প্রাণিবিদ্যা, গণিত, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী
শিক্ষা ও দর্শন বিভাগে। ইংরেজিসহ বিভি
বিভাগে আরও নতুন শিক্ষক দরকার।

সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজে
৬০টি শিক্ষক পদের ২০টি শূন্য। অধ্য
ছাড়া হাতেম আলী কলেজে কোন বিভাগে
প্রফেসর পদ সৃষ্টি হয়নি। এ কলেজে শু
অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স আছে। অথ
অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক নেই
একজন সহকারী অধ্যাপক ও ৫ জন
প্রভাষক দিয়েই চলছে অর্থনীতি বিভাগ
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে মাত্র একজন শিক্ষক
পদার্থ, অংক, রসায়ন ও বাংলা বিভাগে
জনের জায়গায় আছেন ২ জন ক
শিক্ষক। রসায়ন বিভাগে প্রদর্শক নেই
সরকারি হাতেম আলী কলেজে ১৯
বিভাগে আরও ৩০টি শিক্ষকের পদ সৃ
করা দরকার। এ কলেজের কো
প্রশাসনিক ভবন নেই। বিজ্ঞান ভবনে
প্রশাসনিক ভবনের কাজ চলে।

সরকারি বরিশাল কলেজে উপাধ্যক্ষসহ সৃ
পদে প্রায় ১৮ জন শিক্ষকের পদ শূন্য
অধ্যক্ষ ছাড়া প্রফেসর পদ সৃষ্টি হয়নি
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পদার্থ, হিসাববিজ্ঞান, মৃত্তি
বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা বিভাগে একজন ক
শিক্ষক রয়েছেন। অর্থনীতি বিভা
বর্তমানে কোন শিক্ষক নেই।

সরকারি বরিশাল কলেজে অনার্স নেই
কিন্তু নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক বিভাগে ৪ জ
করে শিক্ষক থাকার কথা। ১৭টি বিষ
বরিশাল কলেজে আরও প্রায় ১৫ জ
শিক্ষক দরকার। সরকারি মহিলা কলেজে
১৫ জন শিক্ষকের পদ শূন্য। এ কলেজে
৮টি বিষয়ে অনার্স আছে। বাণিজ্যনীতিতে
একজন শিক্ষকও নেই। কম্পিউটার কো
চালানো হচ্ছে জোড়াতালি দিয়ে। বাং
বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক নেই। ইংরেজি
ইতিহাস, অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহা
দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন, গার্হ
অর্থনীতিতে শিক্ষক সংকট চরমে।